দেশের শত্রু

ডাঃ শ্রীহীরালাল সরকার

বাটাজোড় এ্যান্টিম্যালেরিয়া সমিতি হইতে প্রকাশিত

পোঃ নহাটা (যশোহর)

১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩২।

উৎসর্গ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি

রায়বাহাদুর

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

মহাত্মন,

দরিদ্র গ্রন্থকারের অকিঞ্চিৎকর এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

দেশের শত্রু

ম্যালেরিয়া

দেশের শত্রু বড় কেবা ? বল দেখি ভাই,
ভীষণ শত্রু মানবের, তুলনা তার নাই ?
সোনার বাংলা ছিল যে ভাই সদাই হাসি ভরা,
ধন ধান্যে শ্যাম শোভায় ছিল উজলকরা ;
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলের হাসি, মিষ্টি পাখীর গান,
লাখে লাখে মানুষ ছিল, ফূর্ত্তি-ভরা প্রাণ ;
বাঁটানভরা পুষ্ট গাভী চর্‌ত সুখে মাঠে,
রাখাল ছেলে গান গেয়ে নাচ্‌ত পল্লীবাটে।
মাসে মাসে পরব ছিল আনন্দ উৎসব,
আকাশ বাতাস ভরা ছিল লোকের কলরব।
যোয়ান ছিল শত শত ভীমের মত বলী,
মেনা হাতী, কালো মাল, গরদার কাপা ঢালী।
খাইত তারা একটা পাঁঠা, ধামা ভরা পিঠে
কলস ভরা টাট্‌কা দুধ খাবা খাবা মিঠে ;
পায়ে হেঁটে চল্‌ত তারা বহু যোজন পথ,
কত রকম জান্‌ত তারা কুস্তি ও কসরৎ।
কোথা সে সব বল দেখি ? কিছু যে আজ নাই,
কে ভাঙ্গিল সুখের স্বপন বল দেখি ভাই !
মন্দির আছে, নাই দেবতা, নাইক গ্রামে প্রাণ
জনবহুল পল্লী আজ্‌কে শ্মশান সমান

মানুষ নাই গরু নাই ক্ষেতে যে নাই ধান,
জঙ্গল ভরা বাস্তুভিটে ভরা মশার তান।
পানা ভরা নদী পুকুর, গাছে নাইকো ফল,
আলো নাই বাতাস নাই, নাই পানায় জল!
পেটমোটা পিলে জোড়া দুই চারি জন কেহ;
রোগে শোকে অর্দ্ধমৃত জীর্ণ ক্লিষ্ট দেহ।
বন্য পশু সাথে তারা বাস করে আজ বনে,
মরণ-কোলে শুয়ে কাটায় নিরানন্দ মনে।
কে করিল এমন দশা শুন রে মন দিয়া,
গোপন শত্রু মানুষের নামটি ম্যালেরিয়া।
জারমান্ ইংরাজে যুদ্ধ শুনেছ নিশ্চয়,
বহু লক্ষ লোকের প্রাণ হ'ল তাহে ক্ষয়।
তা'হতে অধিক লোক বছর বছর ধ'রে
আমাদের বাংলাদেশে জ্বরে ভুগে মরে।
বর্ষাকালে দিকে দিকে ভরে যায় সব জলে,
ম্যালেরিয়া আসেন তখন মহা কুতূহলে।
বাড়ীবাড়ী ছেলে বুড়ো কেউ থাকেনা বাকী,
এ ।দনের জ্বরে কেহ যোদের দিচ্ছে ফাঁকি।
।থা দিবার কেউ থাকেনা সবাই চিৎপাত,
এড়ায় নাকো যোয়ান বুড়ো ম্যালেরিয়ার হাত।
মায়ের কোলে খোকা মরে, মা'র থাকেনা হুস্,
কে কারে বা দেখ্‌বে বল, সবাই যে বেহুঁস।
জল বিহনে কারো বা প্রাণ তৃষ্ণায় বাহিরায়,
বাড়ী শুদ্ধ সবাই কাঁদে করিয়া হায় হায়।

পালের গরু বাঁধা থাকে খেতে না পায় ঘাস,
অস্থি চর্ম্ম সার হয়ে যায়, শুকিয়ে যায় মাস্ ।
কেবা চষে লাঙ্গল ভাইরে কেবা বোনে ধান,
সারা বছর কি খেয়ে বা বাঁচবে বল প্রাণ ?
জমি বাঁধা, গহনা বাঁধা স্ত্রীর হাতের বালা—
মহাজনের দেনার দায়ে বিষম বাড়ে জ্বালা ;
ভিটে মাটী নিলাম হয়ে পথে দাঁড়ায় চাষা,
সকল আশা যায় ফুরিয়ে ভাঙ্গে সাধের বাসা।
একবার যদি ঢোকে দেহে ম্যালেরিয়া বিষ
বছর ভ'রে ভোগে জ্বরে, জ্বালা অহর্নিশ।
ডাক্তারের ঔষধ খায় ঘটি বাটি বেচে,
কোনটাতেই হয় না কিছু, পড়ে বিষম প্যাঁচে !
এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী কবিরাজী বড়ী,
খেতে খেতে জান যায় পেটের নাড়ী ভুঁড়ী।
নিদান কালে বাবার নামে যা ইচ্ছা তা খায়,
হাত পা ফুলে তাড়াতাড়ি যমের বাড়ী যায়।
বাড়ী বাড়ী একই ছবি শোকের কান্নাকাটি,
এক নিমিষে ভবের আশা হয়ে যায় সব মাটী
বাংলা জুড়ে ম্যালেরিয়ার বিক্রম বিস্তর,
সবার হতে হতভাগ্য মোদের যশোহর।
কত সোনার পল্লীভবন নিবিড় বনে ঘেরা,
আছে সেথা দুই চারি জন হয়ে জ্যান্ত মরা,
প্রাসাদ সম কোটাবাড়ী চর্ম্মচটিকার বাসা,
বাঘ ভালুকে কুঞ্জবনে বেড়ায় সেথা খাসা।

যশোর জেলার নামটি শুনে সহরবাসী কাঁপে,
মানুষ সেথায় থাকতে পারে ম্যালেরিয়ার দাপে ?
যশোরবাসীর মুখের হাসি শৌর্য্য বীর্য্য বল—
কিছুই যে আর নাইরে আজি সবাই নিঃসম্বল।
কত শত যোয়ান ছেলে সেরা মাথার মণি—
ম্যালেরিয়ার করাল মুখে ত্যজিছে পরাণি।
আছে যারা রুগ্ন দেহ বাকী দুই একজন,
মাথায় লয়ে দুঃখের বোঝা দুর্ব্বহ জীবন।
বাংলা জুড়ে দেশের লোক সবাই যে বেকার,
অন্নপূর্ণার ঘরে আজ্‌কে অন্ন মেলা ভার!
আবাদ বিনা সোনার ক্ষেতে উলুকাশেময়,
লাঙ্গল ধরার শক্তি কোথা ? সব হয়েছে ক্ষয়।
শিল্পী চাষী সবাই মিলে করছে হাহাকার,
শক্তিবিহীন দেহে অর্থ কে করে রোজগার ?
সারা বছর শুয়ে কাটায় কেবা করে কাজ,
দেশটা ভ'রে ঘরে ঘরে দীন কাঙ্গালের সাজ!
দেশের দশা এমন কেন ভাবে কেবা আর,
মানুষ কেবা আছে দেশে করবে প্রতীকার ?
মানুষ যে হয় সেকি আর তাই থাকে পল্লীঘরে ?
দেশের মায়া পরিহরি সহরে বাস করে!
রুগ্ন যারা, কাঙাল যারা, দেশে থাকে তারা,
জীবনে ধিকার দেয় সকল হয়ে হারা!
অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে থাকে চুপটি করে,
বিধিলিপি খণ্ডে কেবা ? ভেবে ভেবে মরে।

ভাগ্যদোষে কপাল মন্দ বিধাতারই লেখা—
নয় কি রে ভাই, অকাল মৃত্যু যমের সাথে দেখা!
হতভাগ্য বাংলাবাসীর—দারুণ অভিশাপ—
কোন বা পাপে পাচ্ছি আমরা এতই মনস্তাপ!
কোন বা দেশের মানুষ ভাইরে এমন ভাবে মরে,
কেউ জানে না কেউ শোনে না মরে থাকে ঘরে?
পশুর সমান প্রাণের দাবী, মানুষের কি নাই,
মোদের ভাগ্যে এমন কেন ভেবে মরি তাই।
ম্যালেরিয়ার জন্মভূমি ইতালী দেশ নাম,
পৃথিবীতে ছিল যাহা যমের সমান ধাম।
পানামা আর আলজিরিয়া বড় বড় দেশে
ম্যালেরিয়া ছিল সেথায় রক্তখাগী বেশে।
লক্ষ লক্ষ মানুষ সেথায় ম্যালেরিয়া জরে,
বাংলাদেশের দশার সম বিনা চেষ্টায় মরে।
তারা ত আর মোদের মত যে সে বান্দা নয়,
ভাগ্যলিপি মেনে কভু চুপ না করে
বড় কষ্টে করি তারা উপায় উদ্ভাবন,
ম্যালেরিয়ার ভীষণ কোপ করে নিবারণ
আজকে সেথা কেউ জানে না ম্যালেরিয়া নাম,
আনন্দেতে ভরা সে দেশ, স্বর্গসম ধাম।
অকালমৃত্যু নাইকো সেথায়, নাইকো রোগের লেশ,
শোকের কান্না রোগের জ্বালা নাহি কোন ক্লেশ।
স্বাস্থ্য অর্থ সুখ মোক্ষ সদা বিরাজ করে,
ভূলোকে আজ স্বর্গপুরী অতুল শোভা ধরে।

আমরা শুধু কেঁদে মরি, চুপটী করে বসে,
এত কান্না মোদের কাণে কভু কি আর পশে?
একটি নিমেষ নাই কাহারো, কেবা বল হায়,
নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে দেশের দিকে চায়?
গলাবাজী পরনিন্দায় মোদের কাটে কাল,
ভুলেও কি কেউ জানতে চাহে দেশের কিবা হাল?
রূপ দেখে আছি আমা, শুকনো চোখে ঠুলী,
ছড়ি হাতে সভ্য বাবু কিচির মিচির বুলি!
বিজলী বাতি হাতে করে আতর মেখে চুলে
দিনেরেতে ফোকাস করে কেবল কুতূহলে!
দেশের চিন্তা নাইকো তাদের একি বড় লাজ,
এরাও যদি হ'ত মানুষ, হ'ত দেশের কাজ।
দেশের যত মা লক্ষ্মীরা পরদা দিয়ে ঘেরা
কেঁদে কাটান—দিবানিশি, হয়ে জ্যান্ত মরা।
কোলের খোকা ছেড়ে গেছে একটা দিনের জ্বরে
মায়ের প্রাণে সেকি আঘাত বলি কেমন করে!
জ্বরের সাথে ফিট্ যে হোল সেকি বিষম কাঁপ
মা বলে আর ডাকলো না সে, এ'কি মনস্তাপ!
মায়ের বুকে শেল বিঁধিয়ে চির অন্ধকারে
স্ফূর্তি কুঁড়ি শুকিয়ে গেল, দুঃখ বলি কারে?
হ'তো বিধবার যক্ষ্য-নিধি সাগরসেচা ধন
অকালেতে কালের কোলে করিল শয়ন।
নিদারুণ সে কাহিনী অতীব ভীষণ,
শতমুখে কেবা পারে করিতে বর্ণন।

তবে কি মোদের হায় কোন আশা নাই !
কে বলিবে কে শুনিবে বল কোথা যাই ?
এইভাবে বছরেকে লোক ক্ষয় হলে—
থাকিবে বাঙ্গালী নাম কভু ধরাতলে ?
নিশ্চয় জানিও ভাই অকালমরণ—
আমাদের ভাগ্যে আছে ললাট লিখন।
অজ্ঞান আঁধারে যারা সদা করে বাস,
সবাই ভ্রূকুটী করি করে উপহাস।
ঈশ্বর ভরসা করি, যেইকোনভাবে,
মূর্খ তারা এ জগতে নিশ্চয় জানিবে।
কর্ম্মী জ্ঞানী যত যত সাধু মনীষীগণ
করেছে উদ্ভব এর উপায় বিধান।
উপায় থাকিতে তবে কেন মিছে ভাই,
চুপ করি থাকি বৃথা সময় কাটাই।
কত কাল হতে ভাই কেহ নাহি জানে
ম্যালেরিয়া বাসা বাঁধি আছে বাংলাস্থানে।

ইতিহাস

প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ চরকপ্রধান,
মুনিমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নিবেশ নাম ;
বিষম জ্বরের কথা লিখেছেন তিনি
ম্যালেরিয়া বলি তারে সবে অনুমানি।
আর আর কত কত গ্রন্থ পুরাতন—
ভিন্ন দেশে ভিন্ন নামে আছয়ে বর্ণন ;

এই হতে জানা যায় সর্ব্ব দেশ জুড়ে
ম্যালেরিয়া বহুকাল প্রভাব বিস্তারে।
বহুযুগ ধরি এই ভীষণ রাক্ষসী
বহু দেশ ধ্বংস করি বহু প্রাণ নাশি—
বীরগর্ব্বে পৃথ্বীবুকে করে বিচরণ
অজেয় দুর্জ্জেয় ভাবে, না আছে মরণ।
কিন্তু ভাই মজা এক শুন দিয়ে মন
জন্মকথা ম্যালেরিয়া অজ্ঞাত কারণ।
কি ভাবেতে জন্ম তার কিবা রূপ ধরে
কিরূপেতে প্রাণীকুল সতত সংহরে;
এই সব তত্ত্বকথা নাহি ছিল জানা
তাই ছিল সর্ব্ব দেশে এত তার হানা।
নানাভাবে সুধীজন বহুকাল পরে
বহু গবেষণা করি, বহু চেষ্টা করে,
স্বরূপ কারণ তার করেছে নির্ণয়
কি ভাবেতে বৃদ্ধি হয়, কিরূপেতে ক্ষয়।

কারণ

এনোফেলী নামে মশা আছে সর্ব্বদেশে,
সর্ব্ব দেহ ভরা তার ম্যালেরিয়া বিষে।
এই মশা যারে যারে করয়ে দংশন
জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে সেই সেই জন।
ক্ষুদ্র অণুসম কীট নাহি যায় দেখা,
নিমেষে বর্দ্ধিত হয় নাহি লেখাজোখা।

প্রাণীদেহে রক্ত খেয়ে থাকে অগণন
লাখে লাখে—কোটী কোটী—কে করে গণন ?

লক্ষণ

প্রথমেতে শীত করি, পরে আসে কম্প
রক্তে পশে ঐ অণু করি মহাদম্ভ।
দেহ কাঁপে থর থর— দাঁতে লাগে দাঁত,
মহাবলশালী বীর অমনি চিৎপাত।
অগ্নিসম মূর্ত্তি ধরি পরে বাড়ে তাপ,
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে যায় নাড়ে সদা হাঁপ।
সেই তাপে কারো দেহ পুড়ে ভস্ম হয়,
নিদারুণ প্রলাপ কারো—জ্ঞান নাহি রয়
অবশেষে ঘর্ম্মস্রোত মহাবেগে এসে
ভিজে যায় সর্ব্ব অঙ্গ সর্ব্ব দেহ ভেসে ;
নিস্তেজ অবশ ভাবে মৃতদেহ প্রায়
শুয়ে থাকে রোগী শেষে পড়ি বিছানায়।

বিভিন্ন লক্ষণ

অকস্মাৎ জ্বর এসে— কোন কোন জন,
সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে ঘোর অচেতন।
ডাকিলে না ডাক শুনে, সাড়া নাহি দেয়,
এ লক্ষণ সবস্থানে প্রাণঘাতী হয়।
কারো হয় রক্তবমি, কারো ভেদ হয়
প্রস্রাবেতে কারো কারো রক্ত বাহিরয়।

কলেরার মত কারো হয় যে লক্ষণ
জলবৎ ভেদবমি জ্ব'র আসে যখন।
বুকে শ্লেষ্মা জমে কারো নিউমোনিয়া প্রায়,
বহুরূপী ম্যালেরিয়া ধরা বড় দায়।
সন্নিপাত জ্বর সনে বড় কোলাকুলি,
রোগী-দেহে ভ্রমে সদা এক সঙ্গে মিলি।
আর যত জ্বর ভাই আছে বাংলাদেশে
সবাকার সনে আছে ম্যালেরিয়া মিশে।
জ্বর বন্ধ হলে কভু নাহি যায় বিষ—
দেহ মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে অহর্নিশ।
একবার জ্বর হলে হয় বার বার,
সারিয়া না সারে জ্বর আসে আরবার।

দৈহিক অপচয়

রক্ত খায়, মাংস খায়, আর খায় মজ্জা,
দেহ মধ্যে থেকে করে নব নব সজ্জা।
দিন দিন শক্তি কমে, সদা বাড়ে ক্ষয়,
কাতে পায়ে জল জমে মৃদু নাড়ী বয়।
যদি কেউ বাঁচে ভাই বিধাতার বরে
শক্তিহীন হয়ে থাকে এ ভবসংসারে।
বীর্য্য তেজ কান্তি সব্বহারা হয়
অক্ষম আতুর ভাবে সদা বিচরয়।
বাংলার কি যে দশা শতমুখে হায়,
নিদারুণ সে কি ছবি কহা নাহি যায়।

অধম বাঙালী বলে সবে ঘৃণা করে,
শক্তিহীন ব'লে কেহ কভু না আদরে।
হেন শক্তি বিনা ভাই মিছে আশা ভবে,
শক্তি বিনা কোন কর্ম্ম কে করেছে কবে?
সুস্থ দেহ দীর্ঘ আয়ু সর্ব্বসুখসার—
সর্ব্বমোক্ষ সর্ব্বসিদ্ধি কিবা বল আর?

প্রতীকারের উপায়

প্রতিদিন হয় মৃত্যু হাজার—হাজার,
তবে বল কিবা দশা আছয়ে বাংলার
উঠ জাগো ভাই সব ঘুমাইও না আর
চক্ষু খুলি চারিদিক দেখ একবার।
অলসে অবশ হয়ে কাটাইও না কাল,
চুপ করে বসে কেন হও নাজেহাল।
সবে মিলি একমনে লাগ ভাই কাযে
চেষ্টাহীন ভাবে বৃথা বসে থাকা সাজে?
বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া হয়েছে বিচ্ছেদ,
নিশ্চয় পারিব মোরা থাকে যেন জেদ।
যদিও কাঙাল মোরা দীন হ'তে দীন
অন্তরে জাগাও ভাই বাসনা নবীন।
একমনে মিলি সবে হিন্দুমুসলমান
ম্যালেরিয়া নাশে সবে হও আগুয়ান
মহাশত্রু মানবের এনোফেলী মশা
যে করেছে বাংলার ছিন্ন ভিন্ন দশা!

সমূলে উচ্ছেদ কর মশাকুল ভাই,
ইহা ভিন্ন প্রতীকার—নাই—নাই—নাই।
ক্ষুদ্র বলি উপহাস করোনা নিশ্চয়,
অবহেলা যোগ্য নহে মহাশত্রু হয়।
ঝোপঝাড়ে জন্মে মশা, পচা ডোবা খানা—
রাশি রাশি পাড়ে ডিম কে করে গণনা।
বাসগৃহ সন্নিকটে গাছ পালা মাঝে
গুণ গুণ তান ধরি সদাই বিরাজে।
সন্ধ্যাকালে বাহিরয় আঁধারেতে মিশে,
বিষম দংশনে কেহ নাহি পায় দিশে।
রোগী-দেহ দংশিয়া বিষ মেখে হুলে—
সুস্থ দেহ কামড়ায় পূর্ণ কুতূহলে।
একটী কামড়ে ভাই জেনে রেখো মনে
নিমেষে হইবে দেখা তব মৃত্যু সনে।
জঙ্গলেতে ঘেরা ঘর গাছপালাময়,
মশাপূর্ণ চারিদিক, ঘোর শত্রু রয়।
আম জাম বাঁশঝাড় বৃক্ষ ফলকর,
তিলমাত্র নাহি স্থান রোপেছ বিস্তর;
আপন মরণ ডাকি আনিয়াছ তুমি—
বন কভু নাহি হয় তব বাসভূমি।
দিবসেতে নাহি যেথা পশে রবিকর,
পূতিগন্ধ স্যাঁতসেঁতে তীব্র খরতর।
মশা মাছি পোকা সেথা করে ভিন ভিন,
সর্প ব্যাঘ্র স্ফূর্তি করে ভ্রমে রাত্রি দিন।

জল বায়ু আলোশূন্য স্বাস্থ্যহীন দেশে,
পশু হয়ে আছ ভাই পশু সাথে মিশে !
বাঘে খায়, সাপে খায়, রোগে ভুগে মরে,
অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলি আছ চুপ করে।
গাছ পালা কাটি ভাই কর পরিষ্কার—
মশাকুল ধ্বংস হবে পাইবে নিস্তার।
পচা ডোবা খানাখোন্দ মাটী কাটি ভরি,
মশকের বংশ নাশো নব বল ধরি।
কেরোসিন মহা বিষ মশকের হয়
ঢালো সদা হেথা সেথা, যেথা মশা রয়।
গাছের বড়ই মায়া, বাঁশঝাড় পুঁজি,—
আলস্যেতে কাটে কাল শত্রু আন খুঁজি।
নিত্য হচ্ছে বংশনাশ ভাস' চক্ষুজলে,
বুঝেও বোঝনা কিছু, বুঝিবে কি মলে ?
নিরমল বারি ভাই, তাপ, মুক্ত বায়ু,
অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, দীর্ঘ পরমায়ু।
ঝরঝরে পরিষ্কার স্থানে বাঁধ বাসা
দীর্ঘ দিন বাঁচিবার তবে হবে আশা।
দূরে র‍্যাখ গাছপালা আবর্জ্জনা রাশি
বাস কর সদানন্দে ঘরে ঘরে হাসি।
ঘরে ঘরে দাতব্যখানা করে' কিবা হায়,
ম্যালেরিয়া কোপ ভাইরে কভু নাহি যায়।
একা তব কর্ম্ম নয়, ভুলি অভিমান
সবে মিলি এস ভাই হয়ে এক প্রাণ।

ঘরে ঘরে বাংলার প্রতি জনে জনে,
উৎসাহের বাণী আছে শুনাও শ্রবণে।
দেশকর্ম্মী আছ যারা বঙ্গ-সুসন্তান,
বাঁচাইতে ছুটে এস বাঙ্গালীর প্রাণ।
যার যাহা শক্তি আছে এস লয়ে সাথে,
বিধাতার আশীর্ব্বাদ ধরি নিজ মাথে।
মম এই ক্ষুদ্র শক্তি আত্মনিবেদন,
বুকভরা শোকোচ্ছ্বাস করুণ ক্রন্দন,
দেশবাসী-করে তুলি অতি সমাদরে,
করিনু অর্পণ আজি ভক্তিশ্রদ্ধা ভরে।

Printed by L. M. Roy.
at the Lalit Press
116, Manicktala Street, Calcutta.